দৈনিক ইত্তেফাক

২৩/৭/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম...৬......

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া স্কুলের নামে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া বিদ্যালয়ের নামে প্রকল্প দেখাইয়া ১০ টন চাউলের সমমূল্য ৯০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠিয়াছে। মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বিদ্যালয়ের নামের পরিবর্তে শহীদ স্মৃতি মুক্তিযোদ্ধা প্রাইমারী স্কুলের মাটি ভরাট বাবদ এই টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এই অর্থ আত্মসাতের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন প্রফেসর ও একজন প্রফেসরের স্ত্রী জড়িত রহিয়াছেন বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ।

গত ১৩ই জুলাই মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বিদ্যালয়ের একাধিক মুক্তিযোদ্ধ ও অভিভাবক সাংবাদিকদের এই তথ্য দেন।

জানা গিয়াছে, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কৃষি অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর আতিয়ার রহমান মোল্লা, সদস্য হিসাবে পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ সৈয়দ এস হোসেন ফার্মষ্ট্রাকচার বিভাগের প্রফেসর আবদুর রশীদ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর আশরাফুজ্জামান সেলিম এবং প্রকল্পের সদস্য সচিব প্রফেসর ডঃ সৈয়দ এস, হোসেনের স্ত্রী খন্দকার জাহানারা হোসেন।

মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের সচিব ও সেই সময়ের প্রধান শিক্ষিকা খন্দকার জাহানারা হোসেন কেন একটি ভুয়া স্কুলের নামে প্রকল্পটি নিয়াছেন তাহাই আজ প্রশ্নের কারণ হইয়া জনমনে দেখা দিয়াছে।

সূত্রটি আরও অভিযোগ তুলে, মাটি ভরাট প্রকল্প থাকিলেও ভাউচারে পাকাকরণ দেখানো হইয়াছে। আরও জানায়, মাষ্টার রোল, সভার মন্তব্য বহি, মালামাল ক্রয়ের ভাউচার ইত্যাদিতে শহীদ স্মৃতি মুক্তিযোদ্ধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ রহিয়াছে।

এই ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর আতিয়ার রহমান মোল্লা জানান, অভিযোগটি বানোয়াট ও সাজানো। বিদ্যালয়ের নাম ভিন্নতার কারণে তিনি জানান, ডি,সি, অফিস হইতে প্রিন্টিং ভুল হইয়াছে যাহা পরবর্তীতে সংশোধন করা হইয়াছে।